কুমারীডাঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং- ১১/মেহের, তারিখ- ০২/০৪/২০০৮ খ্রিঃ
গ্রামঃ কুমারীডাঙ্গা,ডাকঘর-মটমুড়া
উপজেলা-গাংনী,জেলা-মেহেরপুর।

ভূমিকাঃ- মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন কুমারীডাঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর আধুনিক মৎস্যচাষ পদ্ধতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যক্রম এলাকায় ভীষণভাবে সাড়া ফেলেছে। অত্র সমিতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪২১ বাংলা সন হতে ১৪২৭ বাংলা সন পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী জলমহাল ইজারা গ্রহণ করেছেন। উক্ত সমিতির সদস্যরা সমগ্র গাংনী উপজেলার কুমারীডাঙ্গা, সিন্দুরকোটা, মটমুড়া, কোদাইলকাঠি ও নওদাহোগলবাড়ীয়া গ্রামে বসবাস করে। মৎস্যজীবি পেশার মানুষের সমন্বয়ে শেয়ার ও সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে একত্রিত করে তাদের ভাগ্য উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, মৎস্য চাষ ও মাছের ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ কামাল হোসেন এর নেতৃত্বে গঠিত বিগত ০২/০৪/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। যার নিবন্ধন নং- ১১/মেহের, তারিখ- ০২/০৪/২০০৮খ্রিঃ। কুমারীডাঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ সে হতে মাছ চাষ করে আসছে। সমিতিটি বিভিন্ন প্রকার মাছ চাষ করে থাকে, যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, মিরর কার্প, আমরিকান রুই, সিলভার কার্প ইত্যাদি। বর্তমানে কুমারীডাঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ আধুনিক নিবিড় পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করছেন যেমন- চিতল, মনোসেক্স, তেলাপিয়া ইত্যাদি। এছাড়া সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্য ও সহযোগী সদস্যগণের মধ্যে সঞ্চয় আদায় করা হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে এবং অত্র এলাকার মানুষের মাছের চাহিদা মেটানোর জন্য ইজারাকৃত জলমহালে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ করা হয় এবং অত্র এলাকার মানুষের মাছচাষ করা একমাত্র ভরসা, যা প্রতিনিয়তই সমিতির নিকটতম বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে শেয়ার আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩০,৮০০/- টাকা। পরবর্তীতে উক্ত খাতে কোন টাকা আদায় করা হয়নি ও কোন টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৩৩,০০০/- টাকা। সমিতির সদস্যগণ শেয়ার/সঞ্চয় জমা না করে মাছ চাষে বিনিয়োগ প্রকল্পে মূলধন জমা করায় শেয়ার আদায় আশানুরুপ হয়নি।।

আধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারঃ

এই সমিতির সদস্যগন জেলা মৎস্য দপ্তর ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছচাষ করছে। ফলে সনাতন চাষ পদ্ধতির তুলনায় মাছের উৎপাদন কয়েকেগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছ চাষে প্রযুক্তির ব্যবহারে এই সমিতি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে।

কর্মসংস্থান সংক্রান্তঃ

অত্র সমবায় সমিতির মাধ্যমে সার্বক্ষনিক ১০ জন পাহারাদার ইজারাকৃত জলমহালে নিযুক্ত আছে। সমিতির সকল সদস্য নিয়মিত ভাবে মাছ ধরে স্থানীয় বাজারে মাছ বিক্রয় করেন।

অত্র সমিতিতে বেতনভূক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী- নাই। স্বকর্মসংস্থান- ৩০ জন।

কমংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ- অত্র সমিতি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রদান, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যবস্থা করেছেন।

দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কাজঃ- অত্র সমিতির সকল কার্যক্রম দেশ ও জাতীর কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে সমষ্টিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় উন্নয়নে সমবায় কর্মকান্ডকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে উন্নত জাতের মাছচাষ হচ্ছে যেমন, মনোসেক্স, তেলাপিয়া, পাংগাশ, বাটা, রুই, সিলভারকাপ, ইত্যাদি মাছ বিক্রয় করে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাঁড়া পড়েছে। এছাড়া অত্র এলাকায় জনগনের মধ্যে বিবাহ অনুদান, শিক্ষা অনুদান, বাসস্থান তৈরীতে অনুদান ও চিকিৎসা অনুদান প্রদান করে গাংনী উপজেলার মধ্যে অত্র সমিতি অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে।

সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল সংক্রান্ত কাজ

অত্র সমবায় সমিতি এলাকাবাসীদের সমবায় বিষয়ে অবগত করে থাকে। সমিতির মৎস্যচাষ প্রকল্পটি সমবায়ভিত্তিক মৎস্যচাষের একটি প্রদর্শনীকেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন করে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিক পালন করছে।

প্রচার ও প্রকাশনার পরিমাণ

এই সমিতির উৎপাদিত মাছ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মাছ বিক্রয় কেন্দ্রে সরবররাহ করা হয়। সমিতির সদস্যগণ আধুনিক মাছ চাষের প্রযুক্তি ও উপকারিতা নিয়ে স্থানীয় মৎস্যচাষীদের মাছে সচেতনামূলক প্রচারণ চালান। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সমিতির নিজস্ব উৎপাদিত মাছ প্রদর্শন করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

কুমারীডাঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক উৎপাদিত মাছ যেমন, রুই, কাতলা, মৃগেল, মিরর কাপ, আমরিকান রুই, সিলভার কাপ, সরপুটি এছাড়াও শিং, কই, পুটি, মাগুর ইত্যাদি চাষে সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন যেমন, পাংগাশ, মনোসেক্স, তেলাপিয়া ইত্যাদি। বাৎসরিক উৎপাদন ১০ মেট্রিক টন, যার বাজার মূল্য প্রায় ১৫,৫০,০০০/- টাকা। পেশা ভিত্তিক সমিতি হিসাবে কুমারীডাঙ্গা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমিতিটি ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, সমবায় শিক্ষা ও বৃক্ষরোপন পদ্ধতি ও মাছচাষ ইত্যাদি বিষয়ে সমিতি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সেবা মূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের সেবার ধরণ ও প্রকৃতি

অত্র সমিতি বিভিন্ন মাছ চাষ খাতে নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করে না এবং সমিতির সকল সদস্য ও এলাকাবাসীর মধ্যে উন্নতমানের মাছ উদ্বুদ্ধ করা, অনুদান, গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফি প্রদান, কন্যা সন্তান বিবাহ অনুদান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি ও বয়স্ক ভাতা প্রদান এবং বিভিন্ন সহযোগীতা সহ এ ব্যাপারে উৎসাহিত এবং প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।

সামাজিক কার্যক্রমে অবদান

সমিতির পক্ষ থেকে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করে সমাজকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার প্রয়াশ চালাচ্ছে। এছাড়া সমিতির পক্ষ থেকে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা, বৃত্তি, বিবাহ অনুদান, চিকিৎসা অনুদান, গরীব পরিবারের মধ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান, বাল্য বিবাহ রোধ ও মাদক দ্রব্য সেবনে নিরুৎসাহিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে গাংনী উপজেলার মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

১২/০২/২০২০

(মো. মাহবুবুল হক)
উপজেলা সমবায় অফিসার
গাংনী, মেহেরপুর।
ফোন ০৭৯২২৭৫৩৮৪
uco_gangnimeherpur@yahoo.com